দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 10 MAR 1997... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

০৪

৬১ হাজার ৫২০ জন শিশু স্কুলে ভর্তি হয়নি

কুমিল্লার সীমান্তবর্তী গ্রামের শিশুরা চোরাচালানের সাথে জড়িয়ে পড়েছে

॥ নূরুর রহমান ॥

কুমিল্লা ঃ চলতি শিক্ষা বছরে জেলার ৬১ হাজার ৫শ' ২০ জন শিশু স্কুলে ভর্তি হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। এসব শিশুর বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে। অন্যদিকে জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর শিশুরা স্কুলে যাবার পরিবর্তে চোরাচালানের সাথে জড়িয়ে পড়ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী এই জেলায় স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা ৮ লাখ ৭৭ হাজার ৬৭ জন। এর মধ্যে স্কুলে ভর্তি হয়েছে ৮ লাখ ১৫ হাজার ৪৭ জন। তবে স্কুলের খাতায় নাম থাকলেও নিয়মিত স্কুলে কি সংখ্যক শিশু যায় এবং শিক্ষা শেষ হবার আগে কত শিশু ঝরে পড়ে এ তথ্য প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরে নেই। তবে ১৫টি স্কুলে নমুনা জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে স্কুলের খাতায় যাদের নাম আছে তাদের মাত্র ২০ ভাগ নিয়মিত স্কুলে আসে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে এমন শিশুর সংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ায় এবং শিশুদের স্কুলে আনার জন্য শিক্ষকদের ওপর চাপ থাকায় অনেক শিশুর নাম খাতায় আছে, কিন্তু শিশুটি স্কুলে নেই।

শিশুরা স্কুলে না যাবার পেছনের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব। তবে মূল কারণটি পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থান। পরিবারের অভাব-অনটনের কারণে শিশুটি স্কুলে না গিয়ে বিনিয়োগ করছে শ্রম। হোটেল, রেস্তরাঁয়, বাসাবাড়িতে কাজ করছে। অথবা গরু চড়াচ্ছে কিংবা জ্বালানির জন্য পাতা কুড়াচ্ছে। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর শিশুরা জড়িয়ে পড়ছে চোরাচালানিতে। চোরাচালানীরা শিশুদের ব্যবহার করছে অবৈধ পণ্য আনার বাহক হিসেবে। ওপাড় থেকে এ পারে একটি শাড়ি আনলে একজন শিশু পায় ১ টাকা, ফেন্সিডিল আনলে ৫ টাকা, ১ কেজি চিনি আনলে ৫০ পয়সা।

বিবির বাজার সীমান্তে গিয়ে গত ৩রা মার্চ দেখা গেল প্রচুর কিশোর-কিশোরী মাথায় বস্তা, পলিথিনের ব্যাগ, টুকরি নিয়ে গোমতী নদী পার হয়ে আসছে। তাদের সাথে কথা বলে জানা গেল, তাদের সবার নাম স্কুলের খাতায় আছে। কিন্তু তারা স্কুলে যায় না, চোরাচালানের মাল বহন করে। এটা করে তাদের দিনে আয় হয় ১০ থেকে ২০ টাকা। এভাবে মাল আনা নেয়া করতে তাদের ভয় লাগে কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে তারা চটপট বলল, 'ক্যান টোকেন আছে না?' তারা বলেছে, এপাড় ও ওপাড়ের অনেকেই তাদের পরিচিত। তাদের কেউ ধরে না, কিছু বলে না।